দেখা হওয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আরে আসুন, আসুন ! অনেকদিন পরে দেখা ! হ্যাঁ এই এখানে আমার পাশেই বসুন। জানালার ধারটায় বসবেন কি ? আমি বরং সরে বসছি ওদিকটায়।

না না। আজ বাদলার হাওয়া দিচ্ছে। আমার আবার সর্দির ধাত।

তাহলে জানালার কাচটা নামিয়ে দিই ?

না না, থাক। জানালা বন্ধ করলে আবার গরম হবে। যাœীরা আপত্তি করতে পারে।

ওফ কতদিন পরে দেখা !

তা বটে, আপনাকে তো ঠিক --

চিনতে পারলেন না তো ! না চেনারই কথা। তবে আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। আপনি হলেন কেষ্টবিষ্টু লোক, আমাদের মতো ফেকলু পার্টি তো নয়। আরে মশাই, বাইরের লোকের কথা বাদ দিন, ঘরের লোকই চিনতে চায় না।

আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন। আমি কোনও কেষ্টবিষ্টু নই, নিতান্তই ছা-পোষা মানুষ।

বড় মানুষদের স্বভাব কী জানে ? তার যে কত বড় একথাটা তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। এই তো সেদিন অক্ষয় গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গেছি। উনি একেবারে আঁতকে উঠে পা দু'খানা এমনভাবে সরিয়ে নিলেন, যেন আমি তাঁর জুতো চুরি করছি। তা বড় মানুষদের এইটেই দোষ, বড় মানুষ বলে নিজেদের টেরই পান না।

তা ইয়ে, এই অক্ষয় গোস্বামী কে বলুন তো, নামটা ঠিক যেন চেনা চেনা লাগছে না।

ওরে বাবা ! অক্ষয় গোস্বামী পেল্লায় মানুষ মশাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর। তাছাড়া হস্তরেখাবিদ হিসেবেও তাঁর খুব নামডাক 'হস্তবীক্ষণ ও ললাটলিখন' নামে তাঁর যে বইখানা আছে তার বাইশটা সংস্করণ হয়ে গেছে।

বলেন কি ? বিজ্ঞানের প্রফেসর হয়ে ভাগ্য বিচারও করেন।

তাহলেই বুঝুন, এমনি এমনি তো আর বড়মানুষ হননি। বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে ছাড়ছেন বলেই না তাঁর এত নামডাক।

খুব নাম-ডাক বুঝি ! কিন্তু কি, তাঁর নাম বিশেষ শুনেছি বলে তো মনে হয় না।

আসলে কি জানেন, আমাদের মাপে তিনি বড় মানুষ হলেও আপনার মাপে তো আর বড় নন, বড় মানুষদের মাপকাঠি তো আমাদের মতো হয় না। বড় মানুষদের চোখে বড় মানুষ হতে গেলে আরও বড় হতে হয়।

আপনি যে কেন আমাকে বড় মানুষ ঠাওরালেন সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না মশাই। আমি মোটেই কোনও কেওকেটা নই।

একথা আপনার মুখেই মানায়। এই তো গত বছর যদু মল্লিকের মেয়ের বিয়ের আসরে ক্ষেপুবাবুর সঙ্গে দেখা। লোকে অটোগ্রাফের জন্য ঘিরে ধরেছে। কিন্তু কী বিনয়, কী কু˜া, কিছুতেই অটোগ্রাফ দেবেন না, কেবল হাত গুটিয়ে রেখে বলেন্ম, আমি কেন, আমাকে কেন ... ইতস্তত

এই ক্ষেপুবাবুই বা কে বলুন তো ?

চেনেন না ! লোকে বলে ক্ষেপুবাবু হলেন উ§র চব্বিশ পরগনার মুক্তিসূর্য, কেউ কেউ আবার তা÷কে 'ইছাপুরের গান্ধি'ও বলে, ক্ষেœপাল চৌধুরি। বিরাট মানুষ মশাই, নবগ্রাম তন্তুবায় সমিতির সভাপতি, বটকৃষ্ণ স্মৃতি গ্রন্থাগারের সচিব, নারী-শিক্ষা-উন্নয়ন সমিতির সহ সম্পাদক ইত্যাদি ডজনখানেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

একসময়ে উয়ারি ক্লাবে ফুটবল খেলতেন।

তা হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই সেই ক্ষেপুবাবুর বিনয়াবনত ভাব দেখে বড় ভাল লাগল। বড় মানুষরা কিছুতেই ধরা দিতে চান না। নিজেদের বড্ড লুকিয়ে রাখতে ভালবাসেন। কিন্তু পাকা কাঁঠালে কি আত্মগোপন করে থাকতে পারে ? ঠিক কিনা বলুন। লুকিয়ে থাকলেই বা লোকে ছাড়বে কেন ?

তা তো বটেই। তবে আমাকে আবার আপনার ওই পাকা কাঁঠাল বলে ভুল করবেন না কিন্তু।

আজ্ঞে না, ভুল হওয়ার জো নেই। শিকারী বেড়ালে গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। এই তো সেদিন পরেশবাবু বাজারে অতি সাধারণ একজন মানুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে একটা কেলে পাতলুন, গায়ে আধময়লা গেরুয়া পাঞ্জাবি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল ! দেখে কে বুঝবে যে, এই লোকটাই একবার আইনস্টাইনকে ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন।

আইনস্টাইনকে চিঠি ? কেন বলুন তো ?

চিঠিতে নাকি আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে একটা ভুলে ধরে দিয়েছিলেন, তাতে আইনস্টাইন নাকি খুব অবাকও হয়েছিলেন।

চিঠির জবাবে তাই লিখেছিলেন বুঝি ?

আরে না। জবাব দেবেন কি, ভয়ে একেবারে গুটিয়ে ছিলেন যে। ভারতবর্ষের একজন লোক তাঁর খ্যাতি কেড়ে নিচ্ছে দেখে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন উনি।

কী করে সেটা জানা গেল ?

কথায় কথায় পরেশবাবুই একদিন বলে ফেলেছিলেন। তবে শুধু আইনস্টাইনই বা কেন, দুনিয়র অনেক বড় মানুষকেই তিনি বহুকাল ধরে চিঠি দিয়ে আসছেন। শুনেছি ডেমোœসির মানে ব্যাখ্যা করে তিনি ইন্দিরা গান্ধিকেও হিন্দিতে চিঠিতে পাঠিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে যে চিঠির প্রাপ্তিও স্বীকার করা হয়েছে। শুধু কি তাই, দেশের নানা অব্যবস্থা নিয়ে তিনি আনন্দবাজার থেকে শুরু করে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত সব বড় বড় কাগজেই নিয়মিত চিঠি দেন। সেগুলো কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে। দেশের মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বাড়ানোর প্রস্তাব, গোমাংস ভক্ষণের উপকারিতা, কেষ্টপুর খাল সংস্কার কেন জরুরি এইসব নিয়ে।

আমি অবশ্য পড়িনি।

আহা, পড়ার দরকারটাই বা কি। শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট যেন, পরেশবাবু লোকটা এলেবেলে নন। অথচ একজন এলেবেলে মানুষের মতোই তিনি ঝিঙের দর জিজ্ঞেস করছেন, ঢ্যাড়সের ডগা ভেঙে কচি কিনা দেখে নিচ্ছেন, কুমড়োওলার সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন, দেখে চোখে জল আসতে চায় মশাই। অত বড় মানুষটার কী বিনয়, কী বিনম্রতা!

তা তো বটেই। আপনি মেলা বড় মানুষকে চেনেন তো?

যে আজ্ঞে, সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। এই তো গত মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় হঠাৎ দেখলাম, সাতচল্লিশের বি বাসে ভিড়ের মধ্যে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলে একজন মান্যগণ্য লোক চলেছেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে তো আমি তাজ্জব, তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে চে÷চিয়ে বললাম, নমস্কার মুরারীবাবু, প্রতি নমস্কার করার মতো অবস্থায় ছিলেন না, তবু বাঁ হাতটা তুলে একটা সেলাম মতো করলেন বটে, একটু ক্লিষ্ট হাসিও হাসলেন। বড় মাপের মানুষ তো, সৌজন্যবোধ প্রবল। কে যাচ্ছিলেন জানেন?

আজ্ঞে না। বললেন তো মুরারীবাবু, তা তিনি কে?

নাম শোনেননি? গত নভেম্বরে শ্যামপুকুর ক্লাবে কদলী ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় এক সিটিংয়ে সাতাশিটা মর্তমান কলা খেয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলেন। মুরারী ঘোষালকে নিয়ে সেদিন মানুষজনের কী নাচানাচি, কিন্তু উনি হাতজোড় করে কেবলই বলতে লাগলেন, এ আর এমন কি ... এ তো অতি সামান্য ব্যাপার ... ইত্যাদি।

ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলছেন? গিনেসে নাম উঠেছে?

এখনও ওঠেনি। তবে উঠবে। ছবিটবি চেয়ে পাঠিয়েছে শুনলাম। গিনেসে নাম উঠলেই বা কি? বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করে, বিশ্ববিখ্যাত হয়েও উনি ওইরকমভাবেই সাতচল্লিশের বি বা আটচল্লিশের সি বা ওইরকমই কোনও ভিড়ের বাসে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলেই যাবেন। বড় মানুষদের রকমটাই আলাদা কিনা। আপনি কি একটা চুকচুক শব্দ করলেন?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম সাতাশিটা কলা খাওয়া বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার।

খুব, খুব। ক্ষণজন্মা পুরুষ ছাড়া কেউ কি পারে? বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটা কি বন্ধ করে দেব? আপনার তো সর্দির ধাত বলছিলেন।

না, আমার এখন বেশ গরমই লাগছে। তবে আপনার অসুবিধা হলে বন্ধ করে দিতে

পারেন।

না মশাই, আমার বেজায় গরমের ধাত। শীতকালেও গায়ে গরম জামা দিতে পারি না।

ও বাবা! আমি কিন্তু খুব শীতকাতুরে।

হতেই হবে। প্রতিভাবান মানুষদের এইটেই লক্ষণ কিনা। তাঁরা বেশিরভাগই একটু শীতকাতুরে। রবিঠাকুরের কথাই ভাবুন, বোলপুরের ওই দুর্জয় গরমেও গায়ে জোব্বাজাব্বা পরে, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে বসে থাকতেন -- পরঞ্জয় দšকেও দেখেছি, শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই গায়ে আলোয়ান।

পরঞ্জয় দšটা আবার কে ?

ও: ডাকসাইটে কবি মশাই। এক একখানা কবিতা যেন বোমা। তবে তাঁর ট্র্যাজিডিটা হল, তিনি সারাজীবন নাকি তাঁর বউকে খুশি করার জন্য কবিতা লিখে চলেছেন। আর কারও জন্য নয়, শুধু বউয়ের জন্য। কিন্তু আজ অবধি তাঁর কোনও কবিতাই তাঁর বউয়ের পছন্দ হল না। কত সভা, কত কবি সম্মেলনে ডাক আসে, উনি সব আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বলেন, নিজের স্œীর মুখেই হাসি ফোটাতে পারলাম না, খ্যাতি বা পুরস্কার দিয়ে কী হবে। এরকম পত্নী-নিষ্ঠা কারও মধ্যে দেখিনি মশাই।

নাম করা কবি বলছেন, কিন্তু পরঞ্জয় দšের নামই যে শুনিনি।

আহা, আপনি না শুনলে কী হয়, তাঁর নাম যে আমেরিকার বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত জানেন।

বটে! কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কি ?

ঘটনাটা অনেকেই জানে। পরঞ্জয় দš একটা কবিতায় লিখেছিলেন তাঁর জীবনে দুটি সাধ। একটি হল বউয়ের মুখে হাসি, অন্যটি হল চাঁদের বুকে হিসি।

অ্যাঁ! চাঁদের বুকের হিসি ? সে আবার কী ?

তাঁর নাকি জন্মাবধি একটা সাধ হল, চাঁদে গিয়ে একবার চাঁদের মাটিতে হিসি করে আসবেন। তা কথাটা চাউর হয়ে যাওয়ায় নাসা থেকে তাঁর নামে একদিন চিঠি চলে এল। তাতে তাঁকে পরবর্তী লুনার এক্সপিডিশনে চাঁদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। খরচা সব আমেরিকাই দেবে, তিনি শুধু গিয়ে চাঁদে তাঁর হিসিটা ছেড়ে দিয়ে আসবেন।

বটে ? তা শেষ অবধি কী হল ?

কী আর হল। আমাদের পাসপোর্ট অফিস তাঁর পাসপোর্ট দিতে এত দেরি করল যে চাঁদে যাওয়ার তারিখটাই গেল হড়কে।

তাহলে কি তিনি এখনও হিসি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

কী আর করবেন বলুন, চাঁদে হিসি, বউয়ের হাসি কোনওটাই না হওয়ায় তিনি নিজেকে ব্যর্থ কবি মনে করে আউল বাউলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, পুরস্কার সংবর্ধনা -- কবি সম্মেলন, কোনও প্রলোভনেই পা দেন না, ওই তো বড় মানুষের লক্ষণ কিনা।

বুঝলুম, কিন্তু মশাই, আপনি এই বড় মানুষের দলে আমাকে ধরছেন কেন সেটাই বুঝছি না।

আহা, বুঝতে অসুবিধা কি ? আপনার ঊর্দ্ধাঙ্গে গিলে করা পাঞ্জাবি, ফ্যাকাশে করা চুল, দাড়ি কামানো, দেখেই বিশেষ কেষ্টবিষ্টু বলে মনে হয়, কিন্তু নিম্নাঙ্গকে যে আপনি উপেক্ষা করেছেন এইটে দেখেই আমার মনে হল, ইনি সাধারণ মানুষ নন। দেখছি, আপনার নিম্নাঙ্গে একটি আন্ডারপ্ল্যান্ট ছাড়া আর কিছুই নেই।

অ্যাঁ: আরে তাই তো ! ধুতিটা কি পরতে ভুলে গেলুম ? নাকি ট্রামে উঠতে গিয়ে খুলে পড়ে গেল ...

শোনা ছিল, প™তরা সময়ে সময়ে অর্ধেক গ্রাহ্য করেন। তাই ভাবলুম পা™ত্যের এমন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আর তো দেখিনি ! লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনার পাঞ্জাবির ঝুল এতই বেশি যে নিম্নাঙ্গের œটি কারোই চোখে পড়বে না। আর আজকাল কেউ বা কাকে লক্ষ করে বলুন ? আচ্ছা মশাই, আমার স্টপ এসে গেছে। নমস্কার।